জাহাঙ্গীরনগর ইউনিভার্সিটি কো-অপারেটিভ হাউজিং সোসাইটি লিঃ
(অরুণাপল্লী), সাভার, ঢাকা ১৩৪২

৪৭তম বার্ষিক সাধারণ সভা ১০ পৌষ ১৪২৯ বঙ্গাব্দ, ২৫ ডিসেম্বর ২০২২ খ্রিস্টাব্দ
ব্যবস্থাপনা কমিটির পক্ষে সাধারণ সম্পাদকের
বার্ষিক প্রতিবেদন

সম্মানিত সদস্যবৃন্দ

আসসালামু আ'লাইকুম। জাহাঙ্গীরনগর ইউনিভার্সিটি কো-অপারেটিভ হাউজিং সোসাইটি লিঃ (অরুণাপল্লী)'র ৪৭তম বার্ষিক সাধারণ সভায় উপস্থিত সম্মানিত সদস্যগণকে ব্যবস্থাপনা কমিটির পক্ষ থেকে স্বাগত জানাচ্ছি।

শ্রদ্ধেয় সদস্যবৃন্দ

আশা করি আপনারা শারীরিক ভাবে সুস্থ আছেন। আপনাদের স্বতস্ফূর্ত উপস্থিতিতে আমরা আজ আনন্দিত। জীবনের চলমানতায় ক্ষয়বৃদ্ধির যে নিয়ম জগতে বিদ্যমান তা এ বছর আমাদের মধ্যেও ক্রিয়াশীল ছিলো। তারই ধারাবাহিকতায় প্লট/প্লটের অংশ হস্তান্তর ও ক্রয়/হেবা সূত্রে আমরা মোট ২০ জন নতুন সদস্য লাভ করেছি। আমি সানন্দ চিত্তে আপনাদের সম্মুখে নতুন সদস্যগণের একটি তালিকা উপস্থাপন করছি: ড. মোঃ শরিয়ত উল্লাহ (প্লট নং-৭৯), প্রকৌশলী আবুল বাশার (প্লট নং-২৪৯), জনাব আখতার জাহান (প্লট নং-৮৭), জনাব তৌহিদুল মুনির (প্লট নং-২৭৬), জনাব ফাহমিদা রহমান ওয়াহাব (প্লট নং-৩০/এ), জনাব মোঃ জিয়াউর রহমান (প্লট নং-৩১২/বি), অধ্যাপক ড. খায়রুল বসর (প্লট নং-৩১৩), জনাব খালেদ শামসুদ্দিন (প্লট নং-৩১৩), জনাব মেসবাহ উদ্দিন আফফান য়ূসুফ (প্লট নং-২৯০/সি), জনাব অলিফ কুমার পাল (প্লট নং-২৩৬), জনাব ফায়েজা তাসনিম ওবায়েদউল্লাহ (প্লট নং-৩২৪), জনাব ফায়েকা আফরিন আহমেদ (প্লট নং-৩২৪), জনাব সাফাকাত আহমেদ (প্লট নং-৪৯), জনাব রওনক আরা চৌধুরী (প্লট নং-৯৫), ড. শারমীন চৌধুরী (প্লট নং-৯৫), এড. রফিকুল ইসলাম সিহাব (প্লট নং-৩০২/ডি), ডাঃ নাজিম উদ্দীন মোঃ খায়রুল বাশার (প্লট নং-৭৪/বি), ডাঃ শাকিল আখতার (প্লট নং-১১৬/বি), জনাব রাজিয়া সুলতানা (প্লট নং-৭৪/এ), অধ্যাপক ড. মোঃ বাকী বিল্লাহ (প্লট নং-৭৪/এ)। আজকের সভায় তাঁদেরকে অভিবাদন জানাচ্ছি ও সোসাইটির উন্নয়নে তাঁদের সহযোগীতা কামনা করছি।

সম্মানিত সদস্যবৃন্দ

আমরা গভীর দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি যে, আমাদের জানামতে এ বছর ২ (দুই) জন সম্মানিত সদস্যের মা ও বাবা শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁরা হলেন: অধ্যাপক ড. লুৎফর রহমান (প্লট নং২৯০/বি) এর মা এবং অধ্যাপক ড. মোহাঃ মুজিবুর রহমান (প্লট নং-৩০৫) এর বাবা। এছাড়াও একজন সম্মানিত সদস্য অধ্যাপক ড. আলাউদ্দিন আহমেদ (প্লট নং-১৫৩) সম্প্রতি ইন্তেকাল করেছেন (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন)। আপনাদের জানামতে যদি আরো কারো নাম এখানে বাদ পড়েছে বলে মনে করেন, অনুগ্রহ করে সভা শেষে আমাদের জানাবেন। আমরা তা অন্তর্ভুক্ত করে নেব। আমরা সকল বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করছি এবং ১ মিনিট নীরবতা পালন করছি। তাঁদের শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছি।

প্রিয় সদস্যবৃন্দ

এ বছর ব্যবস্থাপনা কমিটির ১৩টি নিয়মিত সভা, ১টি বিশেষ সভা ও ১টি জরুরি সভাসহ মোট ১৫টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সোসাইটির বার্ষিক সাধারণ সভা এবং ব্যবস্থাপনা কমিটির সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বছরব্যাপী বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালিত হয়। উল্লেখ্য যে, বর্তমানে সোসাইটির নৈমিত্তিক খরচ চলবার মত মূলধন রয়েছে–কিন্তু ব্যয়বহুল উন্নয়ন কর্ম-পরিকল্পনা পরিচালনার জন্য পর্যাপ্ত অর্থ তহবিলে নেই। যাই হোক, বাস্তবায়িত কার্যক্রমের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ আপনাদের সামনে পেশ করছি:

০১। নিরাপত্তা ব্যবস্থা

বরাবরের মতো এবারো সোসাইটির নিরাপত্তাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। পরিস্থিতি অনুযায়ী এবং অভিজ্ঞতার আলোকে ব্যবস্থাপনা কমিটি এ ব্যাপারে যথাসময়ে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সবসময় সক্রিয় ছিলো। নিরাপত্তা প্রহরী এবং সি.সি.টি.ভি ক্যামেরার সমন্বয়ে সোসাইটির অভ্যন্তরে সার্বক্ষণিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হচ্ছে। সোসাইটির অভ্যন্তরে স্থাপিত আইপি

ক্যামেরার সমন্বয়ে সোসাইটির অভ্যন্তরে সার্বক্ষণিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হচ্ছে। সোসাইটির অভ্যন্তরে স্থাপিত আইপি ক্যামেরাসমূহ মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে সার্বক্ষণিক সচল রাখার এবং বিভিন্ন সময়ে নিরাপত্তা বাহিনীকে ভিডিও ক্লিপ সরবরাহ করে অপরাধ কমিয়ে আনার প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে। ভবিষ্যতে একটি পরিপূর্ণ ডিজিটাল কন্ট্রোল রুম ও আরো বিস্তৃত এলাকা সি.সি.টি.ভির আওতায় আনার পরিকল্পনা রয়েছে। এছাড়াও এ বছর সীমানা বরাবর ৫০০ ফুট জালি বেড়া স্থাপনের মাধ্যমে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে। সোসাইটিতে এখন ব্যাপকভাবে নির্মাণ কাজ চলছে। এতে নিরাপত্তা ব্যবস্থার উপর প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি হচ্ছে। নিরাপত্তার প্রতি প্রয়োজনীয় গুরুত্ব দিয়ে কেয়ারটেকার, ঠিকাদার ও ভাড়াটিয়াদের 'তথ্য ফর্ম'সহ আইডি কার্ডের ব্যবস্থা করা হয়েছে। যার ফলে সোসাইটির নিরাপত্তা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করছি।

০২। সোসাইটির মামলা পরিচালনা

আপনারা অবগত রয়েছেন যে, সোসাইটিতে যে সব প্লট বিআরএস রেকর্ডে প্রতিবন্ধকতা ছিল তার বিরুদ্ধে ল্যান্ড সার্ভে ট্রাইবুনাল কোর্টে মামলা করা হয়েছে। গত বছর সাভার থানাধীন বিভিন্ন মৌজার প্রায় দুই লক্ষ মামলা ল্যান্ড সার্ভে ট্রাইবুনাল কোর্টে দাখিল হয়েছে। আমাদের সোসাইটির দাখিলকৃত ৪৭টি মামলার মধ্যে ২টি মামলা রায়ের অপেক্ষায় আছে এবং ৪৫টি মামলা স্বাক্ষ্য গ্রহণের বিভিন্ন পর্যায়ে অপেক্ষমান রয়েছে। আশা করছি পর্যায়ক্রমে আইনী জটিলতা অনেকাংশে নিরসন করা সম্ভব হবে। সোসাইটির যে সকল প্লটের বিআরএস রেকর্ড আছে সে সকল প্লটের খাজনা দীর্ঘ ছয় বছর পর চালু করা সম্ভব হয়েছে। উল্লেখ্য যে, এই পর্যন্ত সোসাইটির নিজস্ব অর্থায়নে প্রায় ১৫০টি প্লটের খাজনা পরিশোধ করা হয়েছে। যাঁরা এখন পর্যন্ত খাজনা পরিশোধ করেননি তাঁদেরকে অনতিবিলম্বে সোসাইটির অফিসের সাথে যোগাযোগ করে অনলাইন ভিত্তিক খাজনা পরিশোধের জন্য অনুরোধ করছি।

০৩। আর.সি.সি ড্রেইন নির্মাণ

সোসাইটির অভ্যন্তরে পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে এবছরও প্রায় ১৮০০ রানিং ফুট আর.সি.সি (পাকা) ড্রেইন নির্মাণ করা হয়েছে। সোসাইটির ১ ও ২ নং রোডের অংশ বিশেষ, মেইন রোড ও ক্রস রোডের অংশে ড্রেইনের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। এপর্যন্ত সর্বমোট প্রায় ৪ কিলোমিটার ড্রেইনের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। নিয়মিত পাকা ড্রেইন নির্মাণ ও কাঁচা ড্রেইন সংস্কার অব্যাহত থাকায় সোসাইটির পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়ন সাধিত হয়েছে। উন্নত জীবনমান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়নে ভবিষ্যতেও নিয়মিত ড্রেইন নির্মাণ অব্যাহত রাখা হবে।

০৪। রাস্তা সংস্কার ও নির্মাণ

সোসাইটির অবশিষ্ট রাস্তাসমূহ পাকা করার জন্য স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব মোঃ তাজুল ইসলামের সাথে সাক্ষাত করলে তিনি কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন বলে আশ্বস্ত করেন। এই উদ্যোগে সক্রিয় সহযোগীতা করায় সম্মানিত সদস্য অধ্যাপক ড. শরীফ এনামুল কবিরকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই। এছাড়াও স্থানীয় প্রশাসন সোসাইটির দ্বিতীয় এ্যপ্রোচ রোড নির্মাণে সহায়তা করার আশ্বাস দিয়েছেন। অচিরেই সোসাইটির অর্থায়নে কিছু রাস্তার সংস্কার/নির্মাণেরও পরিকল্পনা রয়েছে।

০৫। সোসাইটির অভ্যন্তরে কনভেক্স মিরর স্থাপন

সোসাইটির অভ্যন্তরে দুর্ঘটনা এড়াতে বিভিন্ন স্থানে ১৬টি কনভেক্স মিরর স্থাপন করা হয়েছে। ভবিষ্যতে প্রয়োজন মাফিক আরও কিছু মিরর লাগানোর সিদ্ধান্ত রয়েছে।

০৬। সমিতির যানবাহন

সমিতির বর্তমানে ২টি মাইক্রোবাস, ১টি মটর সাইকেল ও ২টি বাই-সাইকেল রয়েছে। ২টি মাইক্রোবাসের মাধ্যমে সমিতির অভ্যন্তরে সেবা দিয়ে আসছি এবং মোটর সাইকেল দিয়ে রাতে টহল ডিউটির ব্যবস্থা করা হয়েছে। পুরাতন মাইক্রোবাসটি মেরামত করে সম্পূর্ণরূপে সচল করা হয়েছে এবং সমিতির অভ্যন্তরে বসবাসকারীদের দৈনন্দিন যাতায়াত ব্যবস্থায় সহায়ক ভূমিকা

রাখছে। পাশাপাশি জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় নিয়মিত বাস সেবা দিয়ে সমিতির যোগাযোগ ব্যবস্থা সম্প্রসারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। সমিতির সদস্যদের ও ভাড়াটিয়াদের জন্য যানবাহন পাশ/স্টীকার তৈরি করে সরবরাহ করা অব্যাহত রয়েছে। উল্লেখ্য যে, নতুন মাইক্রোবাসটি ইতোমধ্যে জ্বালানি সাশ্রয় করার জন্য এলপিজিতে রুপান্তর করা হয়েছে।

০৭। সোসাইটির বিদ্যুৎ ব্যবস্থার উন্নয়ন

সোসাইটির অভ্যন্তরের বিদ্যুৎ ব্যবস্থার উন্নয়নকল্পে ইতোমধ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। বিদ্যুৎ ব্যবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে একাধিকবার পল্লী বিদ্যুৎ অফিসে সভায় মিলিত হয়ে আলোচনা করা হয়েছে। সোসাইটির বৈদ্যুতিক লোড বৃদ্ধি ও আলাদা ফিডারের মাধ্যমে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহের বিষয়টি পত্রের মাধ্যমেও পল্লী বিদ্যুৎ সোসাইটি-১ কে অবহিত করা হয়েছে। সংস্থাটি লোড বৃদ্ধিসহ সোসাইটিতে আলাদা ফিডারের মাধ্যমে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আশ্বস্ত করেছে। এ ছাড়া বেশ কিছু বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম ক্রয় করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, অরুণাপল্লীর বিদ্যুৎ সংযোগ ও ব্যবহার নীতিমালা যুগোপযোগী করে সদস্যগণকে অবহিত করা হয়েছে।

০৮। সোসাইটির ইন্টারনেট ব্যবস্থার উন্নয়ন

সমিতির অভ্যন্তরে ইন্টারনেট সংযোগ নিরবিচ্ছিন্ন ও মান সম্পন্ন রাখার বিষয়ে প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা হয়েছে। গত ০১.০৯.২০২২ থেকে ড্যাফোডিল অনলাইনের সাথে সম্পাদিত নতুন চুক্তিতে ১০ এমবিপিএস ব্যান্ডউইথের মূল্য মাসিক ৮৫০ টাকার স্থলে ৭৫০ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে।

০৯। সোসাইটির শপিং কমপ্লেক্সের উন্নয়ন

শপিং কমপ্লেক্সের আওতায় সদস্যগণের নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য সামগ্রী প্রাপ্তির ব্যবস্থা করা হয়েছে। পূববর্তী ডিপার্টমেন্টাল স্টোর 'ফ্যামীলি নিড্স' এর পাশাপাশি 'প্রত্যাশা' নামে আরও একটি স্টোর উন্মুক্ত করা হয়েছে। এতে করে সদস্যগণের প্রয়োজনীয় সামগ্রী ক্রয় করা আরো সহজলভ্য হয়েছে। পাশাপাশি লন্ড্রি ও সেলুন সার্বক্ষণিক সেবা প্রদানে নিয়োজিত রয়েছে। এছাড়াও অধিবাসীগণের প্রয়োজনের বিষয়টি বিবেচনা করে সাইকেল মেরামত, জুতা সেলাই ও কাঁচা বাজারের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

১০। ডেঙ্গু প্রতিরোধ ও মশক নিধন ব্যবস্থা

আপনারা অবগত আছেন যে, এ বছরে ঢাকাসহ দেশব্যাপী ডেঙ্গু মশার উপদ্রব অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং বিভিন্ন হাসপাতালে ডেঙ্গুর প্রকোপে অনেক মানুষ মৃত্যুবরণ করেছেন। আমাদের জানামতে এ পর্যন্ত সোসাইটির অভ্যন্তরে কেউ ডেঙ্গু বা অন্যান্য মশাবাহিত রোগে আক্রান্ত হননি। সোসাইটিতে অন্যান্য বছরের মতো এবছরেও মশা নিধনের লক্ষ্যে ঔষধ ছড়ানোর কাজ সুচারুভাবে চলমান রয়েছে।

১১। বৃক্ষ রোপণ কর্মসূচী

যে সকল রাস্তায় গাছ কম রয়েছে এবং গাছের ফাঁকে জায়গা রয়েছে, সেই সকল স্থানে ২০২২ সালে তিন শতাধিক দেশজ ফলের ও ফুলের গাছ লাগানো হয়েছে। আশা করি বনায়নে ও পরিবেশ রক্ষায় এ গাছগুলো অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে। সকলের অব্যাহত প্রচেষ্টায় অরুণাপল্লী তার দৃষ্টিনন্দন প্রাকৃতিক পরিবেশ বজায় রাখবে বলে আশা প্রকাশ করছি।

১২। মৎস্য চাষ

সোসাইটিতে দুটি পুকুরে নতুন করে মাছের চাষ করা হয়েছে ও বিশেষজ্ঞের পরামর্শে পরিচর্যা করা হচ্ছে। এ বছর রুই, কাতল, মৃগেল, কালিবাউশ, বাটা এবং পুঁটিসহ বিভিন্ন দেশীয় মাছের পোনা ছাড়া হয়েছে। আশা করি মাছ চাষে আমরা অন্য বছরের মত সফলকাম হতে পারবো।

১৩। সোসাইটিতে অফিস সংলগ্ন পুকুরের পাড় বাঁধাই

সোসাইটির অভ্যন্তরের অফিস সংলগ্ন পুকুরের পাড় দিন দিন ভেঙ্গে হুমকীর মুখে পড়েছে তীরের স্থাপনা ও বৃক্ষাদি। পাড়ের স্থায়ীত্ব রক্ষার জন্য এই বছর গজারি গাছ, ড্রামসীট, জিও ব্যাগ, সিমেন্টের ব্যাগে বালি ভর্তি করে সংস্কারের কাজ আংশিক সম্পন্ন করা হয়েছে। ভবিষ্যতে বাকি অংশগুলোর কাজ পর্যায়ক্রমে সম্পন্ন করা হবে। এতে করে পুকুরের পাড়ে অবস্থিত ভবন সমূহের স্থায়ীত্ব বহুলাংশে বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করছি।

১৪। অরুণাপল্লী জামে মসজিদ সংক্রান্ত উন্নয়ন

মসজিদের দ্বিতীয় তলায় নির্মিত পাঠাগার রুমে সোসাইটিতে বসবাসরত সদস্য ও তাঁদের সন্তানদের জন্য কোরআন শিক্ষা কার্যক্রম চলমান রয়েছে। আশা করছি এ শিক্ষা কার্যক্রমের মাধ্যমে সদস্যদের নৈতিক মূল্যবোধের সমৃদ্ধি ঘটবে। সামাজিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধ আরো সুদৃঢ় হবে। এছাড়াও মসজিদের নীচ তলায় একটি পাঠাগার নির্মাণ করা হয়েছে। পাঠাগারের জন্য ইতোমধ্যে কিছু কিতাবাদি ক্রয় করা হয়েছে। সোসাইটির সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনায় নিয়ে মসজিদের জন্য একজন উচ্চতর ধর্মীয় জ্ঞানসম্পন্ন খতিব নিয়োগ করা হয়েছে।

১৫। সোসাইটির অভ্যন্তরে মন্দির নির্মাণ

সকল ধর্মের প্রতি আমাদের সম্মানবোধ রয়েছে। সেই আলোকে অরুণাপল্লীর অভ্যন্তরে একটি মন্দির নির্মাণের নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যেই স্থান নির্বাচন ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক বিষয়ে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। এ বিষয়ে সোসাইটির সদস্যগণ যে কোনও ধরণের সাহায্য করতে প্রস্তুত বলে আমরা মনে করি।

১৬। সোসাইটির খেলার মাঠের উন্নয়ন ও ক্রীড়া সরঞ্জামাদি ক্রয়

সোসাইটির খেলার মাঠটি উন্নয়নের লক্ষ্যে মাটি ভরাট কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। বালি ফেলে লেবার ও এক্সেলেটর মেশিনের সমন্বয়ে মাঠটি সমতল করা হয়েছে। মাঠে একাধিক ব্যাডমিন্টন কোর্ট, ভলিবল কোর্ট এবং ফুটবলের গোল বার তৈরি করা হয়েছে। এছাড়াও খেলাধুলার বিভিন্ন সরঞ্জামাদি ক্রয় করা হয়েছে। সোসাইটির অভ্যন্তরে বসবাসরত সদস্য ও তাঁদের পোষ্যদের খেলাধুলার উন্নয়নে প্রয়োজন মাফিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। ফলে সোসাইটির ক্রীড়া ও সংস্কৃতির উন্নয়ন সাধিত হয়েছে বলে মনে করছি। অরুণাপল্লীর অভ্যন্তরে বিভিন্ন উৎসব যেমনঃ ইংরেজি ও বাংলা বর্ষবরণ, চড়ুই ভাতি, ইত্যাদিসহ বিশেষ দিনে নানাবিধ অনুষ্ঠান নিয়মতান্ত্রিক ও সুশৃঙ্খলভাবে সম্পন্ন করতে 'অরুণাপল্লী ক্লাব' গঠনের জন্য একটি আহ্বায়ক কমিটি চূড়ান্ত করা হয়েছে। উক্ত কমিটি অচিরেই সমিতির অভ্যন্তরে নানান ক্রীড়া ও সংস্কৃতি বিষয়ক অনুষ্ঠান আয়োজন করবে বলে আশা করছি।

১৭। অরুণাপল্লী কিড্‌স জোন স্থাপন

অরুণাপল্লীতে শিশুদের বিনোদন ও মানসিক বিকাশের জন্য ইতোমধ্যে সোসাইটির মাল্টিপারপাস হল সংলগ্ন স্থানে একটি কিড্‌স জোন স্থাপন করা হয়েছে। আগামীতে আরো উন্নয়নের মাধ্যমে উক্ত স্থাপনাটি পরিপূর্ণতা লাভ করবে বলে আশা করছি।

১৮। শিশুদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশে বিভিন্ন কর্মসূচি

শিশু কিশোরদের জন্য সোসাইটির অভ্যন্তরে বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্রের ভ্রাম্যমাণ লাইব্রেরীর পয়েন্টের ব্যবস্থা করা হয়েছে। 'উৎকর্ষ' নামে একটি শিশু বিকাশ কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে যার অধীনে চিত্রাঙ্কন, প্রমিত উচ্চারণ ও আবৃত্তি, কারাতে এবং হ্যান্ডবল প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ইতোমধ্যেই উৎকর্ষ (অরুণাপল্লী শিশু বিকাশ কেন্দ্র) ও বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের ভ্রাম্যমাণ লাইব্রেরির যৌথ উদ্যোগে বেশ কিছু সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা আয়োজন করা হয়েছে। এছাড়াও সোসাইটির অভ্যন্তরে বসবাসকারী শিশুদের টিকা প্রদান ও ভিটামিন ক্যাপসুল খাওয়ানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

১৯। অডিট রিপোর্ট

২০২১-২০২২ অর্থ বছরের সমবায় অফিস কর্তৃক অডিটকার্য সম্পন্ন করা হয়েছে গত ২৫.১১.২০২২ তারিখে। উক্ত অডিট রিপোর্টটি আজকের প্রতিবেদনের সাথে সংযুক্ত করা হয়েছে। অডিট রিপোর্টে উল্লিখিত আপত্তিসমূহ নিষ্পত্তি করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

২০। সোসাইটির বকেয়া আদায়

প্রতি বছরের ন্যায় এ বছরও বকেয়া আদায়ের লক্ষ্যে সদস্যদের পত্র দেয়া হয়েছে। কয়েকটি ক্ষেত্রে বকেয়া আদায়ের জন্য সম্মানিত সদস্যকে তাগিদ দেয়া হয়েছে। এতে এ বছরে কয়েকজনের বকেয়া আদায় করাও সম্ভব হয়েছে। বকেয়া আদায়ের জন্য ব্যবস্থাপনা কমিটি প্রতি বছরের ন্যায় আগামীতেও কাজ করে যাবে। আমরা আশা করছি, যে সকল সদস্য এখনও তাঁদের নিয়মিত ফি ও দায়-দেনা পরিশোধ করেন নি, তাঁরা সোসাইটির সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে পাওনাসমূহ সময়মত পরিশোধ করে সোসাইটি পরিচালনার কাজে সাহায্য করতে এগিয়ে আসবেন।

২১। বাড়ি নির্মাণে 'অনাপত্তি পত্র বা প্রাথমিক অনুমতি' প্রদান

সোসাইটির অভ্যন্তরে এ বছর নতুন করে ০৭টি বাড়ি নির্মাণে প্রণীত নীতিমালা অনুযায়ী 'অনাপত্তি পত্র বা প্রাথমিক অনুমতি' দেয়া হয়েছে। সোসাইটিতে জমাকৃত নকশা মোতাবেক অনেকগুলি বহুতল ভবনসহ বাড়ি নির্মাণ কাজ চলছে। এখানে স্মর্তব্য যে, ২৭.০৮.২০০৪ তারিখে অনুষ্ঠিত বিশেষ সাধারণ সভায় গৃহীত নীতিমালা অনুযায়ী সর্বোচ্চ ৬ (ছয়) তলা পর্যন্ত (G+5, প্রতি তলায় ২টি করে সর্বোচ্চ ১০টি ফ্ল্যাট) বাড়ি নির্মাণের অনুমোদন দেয়া হয়েছে। এখনও সোসাইটিতে বাড়ি নির্মাণে 'অনাপত্তি ছাড়পত্র বা প্রাথমিক অনুমতি'র ক্ষেত্রে এই নীতিমালা প্রয়োগ অব্যাহত রয়েছে।

২২। শ্রেষ্ঠ কো-অপারেটিভ সোসাইটি হিসেবে ৪র্থ বারের মত অরুণাপল্লীর সম্মাননা লাভ

গত ০৫ নভেম্বর ২০২২ তারিখ ৫১তম জাতীয় সমবায় দিবস পালিত হয়েছে। সাভার উপজেলা সমবায় অফিস সোসাইটিকে উক্ত অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানান। সোসাইটির পক্ষ হতে উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ব্যবস্থাপনা কমিটির সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক ড. মোঃ সোহেল রানা। আমরা অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি যে, উক্ত অনুষ্ঠানে সহস্রাধিক আমন্ত্রিত সমবায় অংশীজনের উপস্থিতিতে উপজেলা সমবায় অফিসার জাহাঙ্গীরনগর ইউনিভার্সিটি কো-অপারেটিভ হাউজিং সোসাইটি লিঃ (অরুণাপল্লী)'কে পুনরায় (৪র্থ বার) অত্র অঞ্চলের শ্রেষ্ঠ সোসাইটি হিসেবে ঘোষণা করেন এবং সম্মাননা ক্রেস্ট তুলে দেন। নিরলস ও আন্তরিক পরিশ্রম ও সোসাইটির সার্বিক কর্মকাণ্ডে আপনাদের অংশগ্রহণের ফলে এই সাফল্য ও সম্মান অর্জিত হয়েছে। সার্বিক ও অব্যাহত সমর্থন দেয়ায় সম্মানিত সকল সদস্যের নিকট কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

শ্রদ্ধেয় সদস্যবৃন্দ,

বর্তমান ব্যবস্থাপনা কমিটির এটি প্রথম বার্ষিক সাধারণ সভা। নিশ্চয়ই সোসাইটিকে ঘিরে আপনাদের মনেও রয়েছে নানান স্বপ্ন-পরিকল্পনা। আপনাদের গঠনমূলক আলোচনায় সেসব অবগত হওয়া সম্ভব হবে। আপনারা প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করলে আমরা সক্রিয় পদক্ষেপ নিতে নিশ্চয়ই সক্ষম হবো। আপনাদের সুস্বাস্থ্য কামনা করছি। দীর্ঘক্ষণ আমাদের বক্তব্য শোনার জন্য আপনাদের প্রতি অশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

ব্যবস্থাপনা কমিটির পক্ষে
ধন্যবাদসহ,

(অধ্যাপক ড. মোঃ সোহেল রানা)
সাধারণ সম্পাদক